

অহঙ্কার ও এর বিভিন্ন লক্ষণ

09-September-2021



সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার
সূন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

For Islamic Borthers

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

وَعَلَى إِلِكِ وَأَصْحِبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَعَلَى إِلِكِ وَأَصْحِبِكَ يَا نُورَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাকের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাকের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাকের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাকের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাকের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

সমস্ত চিন্তাভাবনা ও দুঃখ দূর করার উপায়

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ

بِقَبْرِئِي مَلَكًا عَظِيمًا أَسْبَغَ الْخَلَائِقَ فَلَا يُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِأَسْمِهِ وَأَسْمِ أَبِيهِ هَذَا

فُلَانٌ فُلَانٌ نِشচয় আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন

ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শনার ক্ষমতা

প্রদান করা হয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদে পাক পাঠ করবে তখন ঐ ফিরিশতা আমার নিকট তার এবং আর পিতার নামসহ উপস্থাপন করবে যে, অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দরুদে পাক পাঠ করেছেন। (মজমুয়ায যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়্যাতি, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْبَيْتَةُ الصَّادِقَةُ: অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুন্য পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমাদের বয়ানের বিষয় হলো “অহঙ্কার ও এর চিহ্নসমূহ”, এই বয়ানে আমরা অহঙ্কারের ধ্বংসলীলা, অহঙ্কার কি? অহঙ্কারের প্রকারভেদ এবং এর বিধান, অহঙ্কারের চিহ্নসমূহ ও ক্ষতি এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট শুন্য সৌভাগ্য অর্জন করবো। আল্লাহ পাক যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শূনা নসীব হয়ে যায়। আমিন।

আমি হলাম মৃত্যুর ফিরিশতা!

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এক বাদশাহ কোথাও যাওয়ার জন্য বাহন প্রস্তুত করা হলো, সে পরিধান করার পোষাক আনালো কিন্তু তা তার পছন্দ হলো না, আরেকটি পোষাক আনা হলো, তাও পছন্দ হলো না, কয়েকবার এরূপ করার পর সে তার পছন্দনীয় পোষাক পরিধান করলো, অনুরূপভাবে সে বাহন আনালো, তাও পছন্দ হলো না এমনকি তার নিকট বিভিন্ন বাহন আনা হলো, তখন সে সবচেয়ে উত্তম বাহরে আরোহন করলো, ততক্ষণে ইবলিশ এলো, সে তার নাকে ফুক দিলো, তখন সে অহঙ্কারে পূর্ণ হয়ে গেলো, অতঃপর সৈন্যদের সাথে নিয়ে চলতে শুরু করলো এবং অহঙ্কারের কারণে মানুষের দিকে তাকাচ্ছিলো না। তখন এক ব্যক্তি এলো, যার কাপড় ফাটা ও পুরোনো ছিলো, সে সালাম করলে বাদশাহ উত্তর দিলো না। সে বাদশাহর বাহনের লাগাম ধরে নিলো। বাদশাহ বললো: লাগাম ছেড়ে দাও, তুমি খুবই অসভ্য আচরন করছো। সে বলতে লাগলো: আমার তোমার সাথে একটি কাজ আছে। বাদশাহ বললো: আমার নামা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। সেই ব্যক্তি বললো: না, এখনি। অতঃপর সে লাগাম ভালভাবে চেপে ধরলো। বাদশাহ বললো: বলো! কি কাজ? সে বললো: গোপন কথা। বাদশাহ তার মাথা ঝুঁকিয়ে তার নিতটবর্তী করলো তখন সে কানে কানে বললো: “আমি হলাম মৃত্যুর ফিরিশতা।” (একথা শুনে) বাদশাহর রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো, জিহ্বা ঝুলে পরতে লাগলো আর তাকে বলতে লাগলো: এতটুকু সময় দাও যে, আমি বাড়ি গিয়ে আমার কাজগুলো সম্পন্ন করে নিই এবং পরিবারকে আল বিদা বলে নিই। মালাকুল মউত (হযরত আযরাঈল) عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: না, আল্লাহ পাকের শপথ! এখন তোমার নিজের

মালামাল ও পরিবারকে দেখা কখনোই নসীব হবে না, অতঃপর তার রূহ কবয় করে নেয়া হলো এবং সে কাঠের টুকরোর ন্যায় পরে গেলো।

(লাবাবুল ইহইয়া, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অহঙ্কারের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! ☞ গর্ব ও অহঙ্কার শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, ☞ গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে অনেক মহান আর মানুষকে নিকৃষ্ট ও অপদস্ত মনে করতে থাকে, ☞ গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে মানুষ নিজের থেকে কম মর্যাদাবানদের সালামের উত্তর দেয়াও নিজের জন্য অপমানকর মনে করে, ☞ গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত মানুষকে মৃত্যু বরং মৃত্যুর নাম শুনেও অনেক বেশি ভয় হতে থাকে, ☞ গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে মানুষ শুধু দুনিয়াবী উন্নতিতেই লেগে থাকে এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি ও পরীক্ষা থেকে উদাসীন থাকে, ☞ গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে মানুষকে মৃত্যুর সময় কঠিন লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়, ☞ গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুর সময় মুহূর্ত পরিমাণও সুযোগ পায় না এবং ☞ গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত মানুষ মৃত্যুর সময় তাওবার তৌফিকও পায়না। যখন অহঙ্কারের এর ধ্বংসলীলা আর এর পরিণাম এত ভয়ানক তো আমাদের উচিত যে, আমরা এই অপয়া আপদ থেকে বাঁচতে থাকি এবং অপরকে বাঁচাতে থাকি, مَعَاذَ اللَّهِ যদি কেউ এই রোগে আক্রান্ত থাকে তবে তার উচিত যে, যত দ্রুত সম্ভব এই নিকৃষ্ট রোগ থেকে নিজেকে সারিয়ে নেয়া, যতদিন অহঙ্কারে লিপ্ত ছিলো, আল্লাহ পাকের দরবারে তা থেকে সত্যিকার

তাওবাও করণ এবং ভবিষ্যতে অহঙ্কার থেকে বাঁচার জন্য অহঙ্কারের ইলমও শিখতে থাকুন, কেননা অহঙ্কারের ইলম শিখা গুরুত্বপূর্ণ ফরযের অন্তর্ভুক্ত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২৩তম খন্ডের ৬২৪ পৃষ্ঠায় লিখেন: **مُحَرَّمَاتٍ بَاطِلِيَّةٍ** (অর্থাৎ বাতেনী নিষেধাজ্ঞা) যেমন; অহঙ্কার, লৌকিকতা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি এবং এর প্রতিকারের ইলম জানাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরয। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬২৪)

কিন্তু আফসোস! দুনিয়াবী শিক্ষার তুলনায় আমাদের দ্বীনি জ্ঞান অনেক কমে যাচ্ছে, অতঃপর এর মধ্যে সঠিক কয়জন? অথচ দুনিয়াবী জ্ঞানের আধিক্যে আমরা আখিরাতে কোন প্রতিদান পাবো না, না কম হওয়ার জন্য কোন শাস্তি! তবে মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান না থাকা আখিরাতের ক্ষতির কারণ, কেননা নশ্বর দুনিয়ায় করা নেকী আখিরাতের মূলধন ও গুনাহ ধ্বংসের কারণ আর নেকী ও গুনাহের পরিচিতির জন্য ইলমে দ্বীন থাকা অনেক জরুরী। তাই আমাদের উচিত যে, আমরা ইলমে দ্বীনও অবশ্যই অর্জন করবো যাতে আমাদের আখিরাতেও সজ্জিত হয়ে যায়। আশিকারে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে প্রতিষ্ঠিত জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে আলিম কোর্স এবং বিভিন্ন কোর্স করেও ইলমে দ্বীন অর্জন করা যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অহঙ্কার কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহঙ্কারের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত শুনার পূর্বে আসুন! অহঙ্কারের সংজ্ঞা (Defination) শুনো নিই।

* রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: **الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَيْظُ النَّاسِ** অর্থাৎ অহঙ্কার হলো সত্যের বিরোধীতা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করার নাম। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯১) * ইমাম রাগিব ইসফাহানী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** লিখেন: অহঙ্কার হলো যে, মানুষ নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করা। (আল মুফরাদাত লির রাগিব, ৪২১ পৃষ্ঠা) * হযরত আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুসী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম ও উচ্চ এবং অনন্য মনে করে খুশি হওয়াকে “অহঙ্কার” বলে। (হাদীকাতুন নদীয়া, ১/৫৪৩)

অহঙ্কারের প্রকারভেদ

ইমাম মুহাম্মদ গাযালী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: অহঙ্কার তিন প্রকার:

(১) ঐ অহঙ্কার, যা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে হয়, যেমন; ইবলিশ (শয়তান), নমরুদ এবং ফেরাউনের অহঙ্কার বা এরূপ লোকের অহঙ্কার যে নিজেকে খোদা দাবী করে এবং আল্লাহ পাকের বান্দাকে ঘৃণার কারণে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(২) ঐ অহঙ্কার, যা আল্লাহ পাকের রাসূলের বিরুদ্ধে হয়, যেমনিভাবে মক্কার কাফেররা করেছে এবং বলেছে যে, আমরা আপনার মতো মানুষের আনুগত্য করবো না, আমাদের হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাক কোন ফিরিশতা বা সর্দার কেন পাঠাননি, আপনি তো একজন এতিম লোক।

(৩) ঐ অহঙ্কার, যা সাধারণ মানুষের প্রতি করা হয়, যেমন; তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টি দেখা, তাদের অধিকারকে অস্বীকার করা এবং নিজেকে উত্তম ও বড় মনে করা। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ৭০৭-৭০৮ পৃষ্ঠা)

অহঙ্কারের এই তিনটি প্রকারের বিধান

আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে অহঙ্কার করা কুফর আর সাধারণ বান্দার প্রতি অহঙ্কার করা কুফর নয় কিন্তু এর গুনাহও অনেক বড়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহঙ্কারের আপদ এবং এর ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপদ রাখুন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমে অহঙ্কারীর মন্দ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ৯ম পারা সূরা আ'রাফের ১৪৬নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

سَأَصْرِفُ عَنْ أَيَّتِي الْأَرْضِ
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি আমার চিহ্নসমূহ থেকে তাদের ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে নিজেদের অহঙ্কার প্রকাশ করতে চায়।

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে মুফাসসীরে কোরআন হযরত ইমাম বাগভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: এর অর্থ হলো যে, যারা আমার বান্দার উপর গর্ব করে এবং আমার অলীদের সাথে লড়াই করে, আমি তাদেরকে আমার আয়াত কবুল করা এবং তাদের সত্যায়ন করা থেকে ফিরিয়ে দিবো, যাতে তারা আমার প্রতি ঈমান আনয়ন না করে। এটা তাদের অন্তরে লালিত শত্রুতার শাস্তি যে, তাদেরকে হেদায়ত থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হলো।

(তাফসীরে বাগভী, ৯ম পারা, সূরা আ'রাফ, ১৪৬নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৬৭)

এই আয়াতে অন্যায় অহঙ্কারের প্রতিফল ও অহঙ্কারকারীর যেই পরিণতি বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে অহঙ্কারকারী যদি সকল চিহ্ন সমূহ দেখে নেয় তবুও তারা ঈমান আনতো না এবং যদি তারা হেদায়তের পথ দেখে নিতো তবু তারা তাদের পথ ছাড়তো না আর যদি ভ্রষ্টতার পথ দেখে নিতো তবে তা নিজের পথ বানিয়ে নিতো। এ থেকে জানা গেলো! গর্ব হলো ঐ আগুন, যা অন্তরের সকল সক্ষমতাকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। বিশেষকরে যখন আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের বিরুদ্ধে অহঙ্কার করা হয়। আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৯ম পারা, সূরা আ'রাফ, ১৪৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৩২)

১৪তম পারা সূরা নাহলের ২৩নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿١٣٦﴾
(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তিনি অহঙ্কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অনুরূপভাবে ২৩তম পারা সূরা সাদ এর ৭৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

خَلَقْتَنِي مِنْ تَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾
(পারা ২৩, সূরা সাদ, আয়াত ৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।

বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার আলোকে ইমাম নাসফী লিখেন: আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের ইরশাদ করলেন: আমি মাটি দিয়ে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সৃষ্টি করবো, অতঃপর যখন আমি তাঁকে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করবো এর মাঝে আমার নিজের বিশেষ রূহ ফুক দিয়ে

তাকে জীবন দান করাবো তখন তোমরা তার জন্য সিজদায় চলে যাবে, যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টির ধাপ পূর্ণ হলো তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে সকল ফিরিশতা একত্রে সিজদা করলো কিন্তু ইবলিশ (শয়তান) সিজদা করলো না, সে অহঙ্কার করলো এবং সে আল্লাহ পাকের জ্ঞানে কুফরকারীদের অন্তর্ভুক্তই ছিলো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে ইবলিশ! তোমাকে এই আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করতে কোন বিষয়টি বাঁধা দিয়েছে, যাঁকে আমি আমার কুদরতের হাতে বানিয়েছি? তুমি কি অহঙ্কার করেছে বা তুমি (প্রথম থেকেই) ঐ জাতীর ছিলে, যাদের পদ্ধতিই হলো অহঙ্কার। ইবলিশ বললো: আমি তাঁর চেয়ে উত্তম, কেননা তুমি তো আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাঁকে মাটি থেকে। এর দ্বারা ইবলিশের উদ্দেশ্য ছিলো যে, যদি হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হতো এবং আমার সমানও হতো তবুও আমি তাঁকে সিজদা করতাম না, তো এটা কিভাবে সম্ভব যে, তাঁর চেয়ে উত্তম হয়েও তাঁকে সিজদা করবো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি তোমার অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা এবং অহঙ্কারের কারণে বিতাড়িত হলে, নিশ্চয় কিয়ামত পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার অভিশাপ, কিয়ামতের পরও অভিশাপ আর বিভিন্ন ধরনের আযাবও রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক তার আকৃতি পরিবর্তনা করে দিলেন, সে পূর্বে খুবই সুন্দর ছিলো, কৃৎসিত ও কালো আকৃতির বানিয়ে দেয়া হলো এবং তার নূরানীয়তও ছিনিয়ে নেয়া হলো।

(তাফসীরে মাদারীক, ২৩ পারা, সূরা স'দ, ৭১, ৭৬নং আয়াতের পাদটিকা, ১০২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কোরআনে করীমে অহঙ্কারের নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে এবং অহঙ্কারের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায়ও এর নিন্দা ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

আসুন! প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী শুনুন এবং শিক্ষা অর্জন করুন:

❖ ইরশাদ হচ্ছে: আমি কি তোমাদের আল্লাহ পাকের নিকৃষ্টতম বান্দার ব্যাপারে জানাবো না? সে হলো অসৎচরিত্রবান ও অহঙ্কারী।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৯/১২০, হাদীস ২৩৫১৭)

❖ ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন অহঙ্কারীদের পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে উঠানো হবে, চারিদিক থেকে অপদস্ততা তাদেরকে ঢেকে নিবে, তাকে দোযখের বন্দিখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আগুন তার উপর ছেয়ে যাবে এবং তাকে “তী’নাতুল খাবাল” অর্থাৎ দোযখীদের পুঁজ ও রক্ত পান করানো হবে। (তিরমিযী, কিতাবু সিকতুল কিয়ামতি, ৪/২২১, হাদীস ২৫০০)

❖ ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন অহঙ্কারীকে পিঁপড়ার আকৃতিতে উঠানো হবে এবং লোকেরা তাদের পদদলিত করবে, কেননা আল্লাহ পাকের নিকট তার কোন গুরুত্বই থাকবে না।

(মুওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৩/৫৭৮, হাদীস ২২৪)

❖ ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় জাহান্নামে একটি উপত্যাকা রয়েছে, যাকে হাবহাব বলা হয়, আল্লাহ পাকের ফয়সালা হলো যে, তিনি এতে সকল অহঙ্কারীদের অবস্থান করাবেন। হে বিলাল! তুমি এতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, ৬/২০৭, হাদীস ৭২১৩)

❖ ইরশাদ হচ্ছে: যার অন্তরে সরিষা দানা (অর্থাৎ সামান্য) পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৭)

বর্ণনাকৃত শেষ হাদীসে পাকের আলোকে হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: জান্নাতে প্রবেশ না করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, অহঙ্কার সহকারে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং অহঙ্কার এবং সমস্ত মন্দ অভ্যাসের কারণে আযাব ভোগ করার মাধ্যমে বা আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে পবিত্র হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল আদাব, ৮/৮২৮, ৮২৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ছিন্নভিন্ন করবো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন যে, অহঙ্কার করা কোন মানুষের শোভা পায় না বরং অহঙ্কারকারী মানুষের উদাহরণ এমন যে, কোন চাকর অনুমতি ব্যতীত মালিকের পোশাক পরিধান করে নিলো, তার ব্যক্তিগত জিনিসকে তার নিজের মনে করে ব্যবহার করা শুরু করে দিলো, তার ন্যায় আদেশ জারি করতে লাগলো তখন এরূপ চাকর তার মালিকে পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি পাবে, একেবারে এমনই “ব্যক্তিগত মহত্বের গুণে” অংশীদারীর নিন্দনীয় চেষ্টাকারী মানুষ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শাস্তির অধিকারী হবে।

নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: কিবরিয়ায়ী তথা মহত্ব আমার চাদর, অতএব যে ব্যক্তি আমার চাদরের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করবে, তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিবো।

(মুত্তাদরিফ, কিতাবুল ঈমান, ১/২৩৫, হাদীস ২১০)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “কিবর” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত বড়ত্ব আর আযমত দ্বারা হলো গুণগত বড়ত্ব। চাদর এবং তেহবন্দ (লুঙ্গি) ইরশাদ করা আমাদেরকে বুঝানোর জন্য যে, যেমন একটি চাদর, একটি তেহবন্দ দু’জন লোক পরিধান করতে পারে না, তেমনিভাবেই মহত্ব ও বড়ত্ব আমি ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬৫৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! প্রত্যেক বাতেনী (গোপন) রোগের কিছু না কিছু চিহ্ন থাকে, অনুরূপভাবে অহঙ্কারেরও কিছু চিহ্ন রয়েছে, তো আসুন! সর্বপ্রথম আমরা অহঙ্কারের কিছু চিহ্নের ব্যাপারে জেনে নিই অতঃপর গভীরভাবে নিজের পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি। এখানে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, অহঙ্কারের জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্য হলো নিজের সংশোধন করা, এমন নয় যে, অন্য ইসলামী ভাইয়ের দোষ জানার চেষ্টা করা, সাবধান! নিজের অল্পজ্ঞানের কারণে কোন ইসলামী ভাইকে অযথা অহঙ্কারী হওয়ার হুকুম লাগাবেন না। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: লাখো মাসআলা ও বিধান, নিয়্যতের পার্থক্যের কারণে পরিবর্তন হয়ে যায়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৯৮) অনুরূপভাবে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, এই চিহ্ন সমূহ শুধু একবার পাঠ করে বা শুনে নেয়া এবং যেনতেনভাবে নিজের পর্যালোচনা করে নেয়া যথেষ্ট নয় কেননা নফস ও শয়তান কখনোই চাইবে না যে, আমরা এই চিহ্ন সমূহকে নিজের মাঝে অনুসন্ধান করে অহঙ্কারের প্রতিকার করাতে সফল হয়ে যাই, অতএব অহঙ্কারের চিহ্ন সমূহ সম্পর্কে বারবার পাঠ করে বা শুনে ভালভাবে মনে গেঁথে নিন অতঃপর নিজের

ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা অব্যাহত রাখুন, তবেই সফলতার পথে পরিচালিত হয়ে যাবেন। আসুন! অহঙ্কারের চিহ্ন সমূহের ব্যাপারে শুনি।

অহঙ্কারের চিহ্ন সমূহ

(১) এই বিষয়টি পছন্দ করা যে, মানুষ আমাকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে, যাতে অপরের নিকট আমার শান ও শওকত প্রকাশ পায়। অতএব এই চিহ্নটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আমাদের উচিত যে, চিন্তাভাবনা করা যে, আমরাও এরূপ নই তো? তবে হ্যাঁ! যদি কোন ইসলামী ভাই মানুষের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে এই জন্যই পছন্দ করে যে, অপরিচিত ইসলামী ভাইয়েরা তার মর্যাদা সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তা দ্বীনের ব্যাপারে তার উপদেশ গ্রহণ করবে, অহঙ্কারের নাম ও চিহ্নও অন্তরে নেই, তবে তা অহঙ্কার নয়। (অহঙ্কার, ২৭ পৃষ্ঠা)

(২) এই বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা যে, ইসলামী ভাইয়েরা আমার সম্মানে আমার সামনে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে থাকুক, যাতে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের মাঝে আমার শান মান প্রকাশ পায়। এব্যাপারেও আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের মাঝে কি এই অভ্যাস রয়েছে।

(৩) কোথাও যাওয়া আসার সময় এই আকাঙ্ক্ষা করা যে, আমার কোন শাগরেদ, ভক্ত বা কোন বন্ধু সাথেসাথে বা পেছনে পেছনে হাটুক, যাতে অন্যান্য ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে সম্মানিত মনে করে। হযরত আবু দারদা رضي الله عنه বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত কারো পেছনে চলার লোক থাকবে আল্লাহ পাক তার থেকে দূরত্ব করতে থাকেন। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৩৪) তবে হ্যাঁ! কখনো কোন ইসলামী ভাইয়ের অভ্যাসে এটা থাকে যে, চলার সময় তার সাথে কেউ না কেউ অবশ্যই থাকে, এই জন্য যে, একা চলতে

তার ভয় হয় বা একা চলতে শত্রুর ভয় থাকে যে, তারা ক্ষতি করতে পারে, তবে এমতাবস্থায় কাউকে সাথে নেয়া অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(৪) কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য স্বয়ং হেঁটে যাওয়াকে অপমান মনে করা, এই বিষয়টি পছন্দ করা যে, অন্যরা স্বয়ং এসে আমার সাথে সাক্ষাত করুক। যদি কেউ নিজের দ্বীনি বা দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে ইসলামী ভাইয়েরা সাথে সাক্ষাত করতে না যায় বা এই জন্য সাক্ষাত করে না যে, গীবত ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ভয় রয়েছে বা তার সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দনীয় হয় তবে এরূপ করা অহঙ্কার নয় এবং এই সকল কারণে সাক্ষাত না করা নিন্দনীয়ও নয়।

(৫) সাধারণত কোন নিম্নশ্রেণির ইসলামী ভাই পাশে এসে বসে যাওয়া এই কারণেই অপছন্দনীয় যে, আমি তার চেয়ে উত্তম, এটাও অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) সে অসুস্থ, প্রতিবন্ধি এবং গরীব ইসলামী ভাইকে নিকৃষ্ট মনে করে তাদের পাশে বসা থেকে বিরত থাকাও অহঙ্কারের একটি চিহ্ন। অতএব আমরা চিন্তা করি যে, আমাদের মাঝেও কি এই অবস্থা পাওয়া যায়।

(৭) অহঙ্কারের চিহ্ন এটাও যে, কোন ইসলামী ভাইকে নগন্য মনে করে প্রথমে সালাম না দেয়া বরং অপর ইসলামী ভাইদের নিকট প্রত্যাশা রাখা যে, তারা আমাকে সালাম করুক।

(৮) অহঙ্কারের চিহ্নের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, নিজের অধিনস্ত বা অন্য কোন ইসলামী ভাইকে নগন্য মনে করে তার সাথে হাত মিলানো অপছন্দ করা, যদি হাত মিলাতেই হয় তবে তা বিরক্তিকর হওয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা অহঙ্কারের চিহ্ন সমূহ শুনলাম, তা মনের মধ্যে গেঁথে নিন, যদি এই চিহ্ন সমূহের মধ্যে কোন চিহ্ন নিজের মাঝে অনুভব হয় তবে সাথেসাথে সংবরণ হয়ে যান এবং অহঙ্কারের আপদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বিনয় অবলম্বন করুন। আসুন! বিনয়ের সংজ্ঞা ও এর বিধান শুনি।

বিনয় ও নম্রতার সংজ্ঞা

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “নাজাত দিলানে ওয়ালে আমাল কি মালুমাত” এর ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে: মানুষের স্বভাব এবং তাদের মান ও মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের জন্য নম্রতা অবলম্বন করা এবং নিজেকে নগন্য ও নিকৃষ্ট মনে করাকে বিনয় ও নম্রতা বলা হয়।

(ফয়যে কদীর, ১/৫৯৯, ৯২৫নং হাদীসের পাদটিকা)

মনে রাখবেন! বিনয়ী লোকেরা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়, উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হে আয়েশা! বিনয়ী হও, কেননা আল্লাহ পাক বিনয়ীকে ভালবাসেন এবং অহঙ্কারীকে অপছন্দ করেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ২/৫০, ২য় অংশ, হাদীস ৫৭৩১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

এই অহঙ্কার থেকে কি অর্জিত হলো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আল্লাহ পাক বিনয়ীকে পছন্দ করেন আর অহঙ্কারীকে অপছন্দ করেন। একটু ভাবুন তো! এই অহঙ্কারের কি লাভ! শুধু নফসের স্বাদ অনুভূতি, তাও কিছুক্ষণের জন্য! আর এই পরিনতিতে আল্লাহ পাক এবং প্রিয় নবী,

রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসম্ভষ্টি, ইসলামী ভাইদের মনেকষ্ট, হাশরের ময়দানে অপমান ও অপদস্ততা, আল্লাহ পাকের রহমত ও জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চনা এবং দোষখের অধিকারী হওয়ার ন্যায় বড় ক্ষতি। অহঙ্কার এমন ভয়ঙ্কর রোগ যে, নিজের সাথে অন্যান্য অসংখ্য মন্দ বিষয়ও সাথে নিয়ে আসে আর অসংখ্য গুণাবলী ও ভাল দিক থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়।

অহঙ্কারের ক্ষতি

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অহঙ্কারী লোক যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করে অপর মুসলমানের জন্য তা পছন্দ করতে পারে না, এরূপ লোক বিনয় করতেও সক্ষম হয় না, যা তাকওয়া ও পরহেয়গারীর ভিত্তি, বিদ্বেষও ছাড়তে পারে না, নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলে, এই মিথ্যা সম্মানের কারণে রাগ ছাড়তে পারে না, হিংসা থেকে বাঁচতে পারে না, কারো কল্যাণ কামনা করতে পারে না, অপরের উপদেশ গ্রহন করা থেকে বঞ্চিত থাকে, মানুষের গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়, মোটকথা অহঙ্কারে লিপ্ত মানুষ নিজের সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে গুনাহ করতে বাধ্য হয়ে যায় এবং সকল প্রকার ভাল কাজ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪২৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম! অহঙ্কারী লোক অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে অসংখ্য আপদ ও মন্দের শিকার হয়ে যায়। অতএব আমাদের এর থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই জরুরী। তো যেভাবে শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করি, তেমনিভাবে

বরং এরচেয়ে বেশি অহঙ্কারের ন্যায় বাতেরী ও রুহানী রোগের চিকিৎসার জন্য চিন্তা করে এর জন্যও পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত।

আসুন! অহঙ্কার থেকে মুক্তির জন্য কয়েকটি উপায় সম্পর্কে শুনি এবং আমল করার চেষ্টা করি:

অহঙ্কার থেকে মুক্তির কয়েকটি উপায়

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তির জন্য এমনভাবে চিন্তা ভাবনা করুন অর্থাৎ নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করুন যে, হাশরের ময়দানে আমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের আমরের হিসাব দিতে হবে, যদি অহঙ্কারের কারণে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আমাকে দোষখে নিক্ষেপ করে দেয় তবে দোষখের ভয়ঙ্কর আযাব কিভাবে সহ্য করবো? এভাবে নিজের পর্যবেক্ষণ করার বরকতে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** অহঙ্কার থেকে বাঁচতে অনেকাংশে সাহায্য অর্জিত হবে।

❖ অহঙ্কার এবং অন্যান্য মন্দ থেকে মুক্তির জন্য দোয়ার সাহায্য নিন, কেননা দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। (মুত্তাদরিফ, কিতাবুদ দোয়া, ২/৬২, হাদীস ১৮৫৫) অতএব দোয়া করুন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমি নেককার হতে চাই, অহঙ্কার এবং অন্যান্য সকল মন্দ কাজ থেকে পিছু ছাড়াতে চাই, কিন্তু নফস ও শয়তান প্রতিবন্ধক হয়ে আছে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সফলতা দান করো, আমাকে নেক এবং বিনয়ী বানিয়ে দাও।

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তির জন্য নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখা খুবই উপকারী এবং নিজের অভ্যাসকে তাকওয়া ও পরহেযগারিতা দ্বারা সজ্জিত করা দোষ ত্রুটি জানার জন্য খুবই সাহায্যকারী।

❖ অহঙ্কারের একটি চিকিৎসা এটাও যে, যখন অহঙ্কারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয় তখন আমরা এর ক্ষতি ও আযাবের প্রতি ভালভাবে চিন্তা করণ, যাতে নিজের মাঝে ধ্বংসময় আমল অর্থাৎ অহঙ্কার থেকে বাঁচার প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যেক ইসলামী ভাইদের সালাম করণ বরং আগে সালাম দিন, হোক সে ধনী বা গরীব, বড় হোক বা ছোট। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শিশুদেরও আগে সালাম দিতেন। (বুখারী, কিতাবুল ইত্তিফান, ৪/১৭০, হাদীস ৬২৪৭)

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তির জন্য নিজের কাজ নিজের হাতে করার চেষ্টা করণ এবং নিজের মালামাল নিজেই বহন করণ। হাদীসে পাকে রয়েছে: যেই (মুসলমান) নিজের মালামাল নিজেই বহন করে, সে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুসনিল খলক, ৬/২৯২, হাদীস ৮২০১)

❖ অনুরূপভাবে সদকা ও খয়রাত করতে থাকাও অহঙ্কার থেকে বাঁচার মাধ্যম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মুসলমানের সদকা বয়স বৃদ্ধির কারণ, মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহ করীম এর কারণে অহঙ্কার ও মুখাপেক্ষীতা এবং গর্বকে দূর করে দেয়।

(মু'জামুয যাওয়াদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৪, হাদীস ৪৬০৯)

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি পদ্ধতি এটাও যে, যখন কারো সাথে মতানৈক্য হয়ে গেলো, কিন্তু পরবর্তিতে যখন প্রকাশ হয়ে গেলো যে, সেই সঠিক ছিলো তখন জেদ করার পরিবর্তে নিজের ভুল স্বীকার করে নিন। অতঃপর তার সামনে নিজের ভুল মেনে নিয়ে সঠিক মতামতের জন্য তার প্রশংসাও করণ যে, আপনি সঠিক বলেছিলেন,

আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সত্যকে মেনে নেয়া যদিও নফসের উপর অনেক কঠিন হবে, কিন্তু লাগাতার এরূপ করতে থাকতে সত্যকে মেনে নেয়া আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে এবং এর বরকতে অহঙ্কারকেও পিছু ছাড়ানো যাবে।

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার আরো একটি উপায় এটাও যে, দ্বীনি পরিবেশের ইসলামী ভাইদের সাথে হোক বা সাধারণ ইসলামী ভাইদের সাথে, যেকোন অনুষ্ঠান ও নাত মাহফিলে কখনোই অন্তরে এমন আকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিবেন না যে, আমাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হোক, উচ্চ স্থানে বসানো হোক, আমাকে স্বাগত জানানো হকো। তবে হ্যা! কোন ইসলামী ভাই যদি নিজে থেকেই আপনাকে উচ্চ স্থানে বসার আবেদন করে তবে তা গ্রহন করাতে কোন সমস্যা নাই।

আমীরুল মুমিনিন হযরত আলী رضي الله عنه কোথাও উপবিষ্ট ছিলেন, পরিবারের কর্তা তাঁর জন্য আসন নিয়ে আসলেন, তিনি তাকে উপবিষ্ট হলেন এবং বললেন: কোন গাধাই সম্মানের বিষয়টি গ্রহন করবে না।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭২০) ❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্যান্য ইসলামী ভাইদের বিনা কারণে নিজের কাছে ডাকার পরিবর্তে নফসের অহঙ্কারকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথাসম্ভব নিজে গিয়ে সাক্ষাত করুন।

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গরীব ইসলামী ভাইয়ের দাওয়াতও কবুল করুন। শুধু ধনী ইসলামী ভাইদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং তাদের ওখানে দাওয়াতে যাওয়ার অভ্যাস গড়বেন না বরং নিজের পরিচিতজনদের মাঝে গরীব ইসলামী ভাইদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নিন এবং যখনই তারা আপনাকে দাওয়াত দিবে তবে তা গ্রহণও করে নিন।

❖ অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পোষাকে অনাড়ম্বরতা অবলম্বন করুন।

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অহঙ্কার বশতঃ যেই পোষাক হবে, তা নিষেধ, অহঙ্কার আছে কি নেই? তা সনাক্ত এভাবে করুন যে, এই পোষাক পরিধানের পূর্বে নিজের যেই মানসিক অবস্থা ছিলো, যদি পোষাক পরিধানের পরও সেই অবস্থা বিরাজ করে তবে জানা গেলো যে, এই পোষাকে অহঙ্কার সৃষ্টি হয়নি। যদি সেই অবস্থা অবশিষ্ট না থাকে তবে অহঙ্কার এসে গেছে। অতএব এরূপ পোষাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকুন, কেননা অহঙ্কার খুবই মন্দ একটি বিষয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় অংশ, ১৬/৪০৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অহঙ্কার হলো বিনয়ের বিপরীত। অহঙ্কার খুবই মন্দ আর বিনয় খুবই ভাল গুণ। অতএব আমাদের সর্বদা এটাই চেষ্টা করা উচিত যে, বিনয়ের অভ্যাসকে গ্রহণ করা, কেননা এতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে আর এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চাবিকাটি। মনে রাখবেন! বিনয় ও নম্রতার গুণ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন উপায় হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, যেমন; যেকোন বৈঠকে সাধারণ কাজকর্মের পোষাক পরিধান করাতেও বিনয়ের মানসিকতা তৈরী হয়।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: الْبَدَأَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ অর্থাৎ পুরোনো পোষাক পরিধান করা ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ, কিতাবুত তারজিল, ১৫২৬)

পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১৬১) আর যে উন্নত পোষাক পরিধান করা ছেড়ে দেয়, তার ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের জন্য উন্নত পোষাক পরিধান করা ছেড়ে দেয়, তবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের সামনে ডেকে অধিকার দিবে যে, ঈমানের যেই পোষাক ভাল লাগবে পরিধান করে নেয়ার।

(তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি, ৪/২১৭, হাদীস ২৪৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে উন্নত পোষাক পরিধান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির জন্য পরিধান না করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে, তাইতো এতে এরূপ ফযিলত অর্জিত হয়ে থাকে। অতএব বিনয়ের অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করুন, কেননা এর উৎসাহ স্বয়ং হাদীসে পাকে বিদ্যমান।

রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক আমার নিকট এই অহী প্রেরণ করলেন যে, তোমারা বিনয় অবলম্বন করো এবং তোমরাদের মধ্যে কেউ অপরের উপর গর্ব করবে না।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৪৫৯, হাদীস ৪১৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! বিনয় আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, তাইতো তিনি মানুষকে বিনয় অবলম্বন করার আদেশ ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ পাকের এই আদেশকে আমাদের বুয়ুর্গানে কিরামগণ رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ মন প্রাণ দিয়ে গ্রহন করেছেন এবং বিলায়তের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কখনোই অহঙ্কারে লিপ্ত হননি বরং সর্বদা বিনয় ও একাগ্রতার প্রতিকৃত হয়ে ছিলেন, তাঁদের প্রতিটি কর্ম থেকে বিনয়ের আলো বিচ্ছুরিত হতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে দু'টি ঘটনা শুনি।

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বিনয়

একবার রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কয়েকজন মিসকিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা কিছু খাচ্ছিলো, তারা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে দেখে বললেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনিও আমাদের সাথে খাবার খান। হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁর বাহন থেকে নেমে তাদের সাথে বসে গেলেন এবং ১৪তম পারা সূরা নাহলের ২৩নং আয়াত তিলাওয়াত করেন:

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তিনি অহঙ্কারীদের পছন্দ করেন না।

অতঃপর তাদের সাথে খাবার খাওয়া শুরু করলেন, যখন খাবার খাওয়া শেষ হলো তখন সেই মিসকিনদের বললেন: আমি তোমাদের দাওয়াত গ্রহণ করলাম তাই এবার তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করো, অতএব সেই সকল মিসকিন ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে তার পবিত্র ঘরে গেলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাদের খাবার খাওয়ালেন, পান করালেন এবং তাদেরকে কিছু দান করলেন, অতঃপর সবাই সেখান থেকে চলে গেলো।

(তাফসীরে সাভী, সূরা নাহল, ২৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১০৬১)

সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বিনয়

হযরত আনিসা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ খলিফা হওয়ার তিন বছর পূর্ব থেকে এবং খলিফা হওয়ার এক বছর পরও আমাদের প্রতিবেশে থাকতেন, মহল্লার শিশুরা তাঁর নিকট নিজের ছাগল নিয়ে আসতো, তিনি তাদের মনতুষ্টির জন্য দুধ

দুয়ে দিতেন। হযরত মুহাম্মদ বিন সাআদ প্রমুখ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ বর্ণনা করেন: যখন তাঁকে খলিফা বানিয়ে দেয়া হলো তখন মহল্লার একটি শিশু তাঁর নিকট এলো এবং বলতে লাগলো: এখনতো আপনি খলিফা হয়ে গেছেন, আপনি আমাদের (ছাগলের) দুধ দুয়ে দিবেন না। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: কেন দিবো না! এখনো আমি তোমাকে দুধ দুয়ে দিবে এবং আমার আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস যে, তোমার সাথে আমার আচরণে কোনরূপ পরিবর্তন আসবে না। অতএবং খলিফা হওয়ার পরও তিনি শিশুদের (ছাগলের) দুধ দুয়ে দিতেন। (ভাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/৪৮০)

নেক আমল নম্ব ৫৫ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই যদি আমরা নিজের পূর্ববর্তী ব্যুর্গদের জীবনি অবলোকন করি তবে তাঁদের মুবারক জীবনে বিনয় ও একাগ্রতার দিকটি উল্লেখযোগ্য হারে দেখা যাবে আর গৌরব ও অহঙ্কার তো সেখানে আসার প্রশ্নই আসে না। যদি আমরাও গৌরব ও অহঙ্কার থেকে বাঁচতে চাই এবং বিনয় অবলম্বন করতে চাই তবে আমাদের এমন একটি পরিবেশে থাকতে হবে, যেখানে আমরা নেককার লোকদের সহচর্য পাবো, যেখানে এমন লোক থাকবে যারা নামাযি, রোযাদার, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারী হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী আমাদের এরূপ দ্বীনি পরিবেশ প্রদান করছে, যাতে আমাদের নেককার নামাযি এবং গুনাহ থেকে বাঁচার উৎসাহ প্রদান করা হয়। নিজের এবং অপরের সংশোধনের শিক্ষা দেয়া হয় ও এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমল পুস্তিকা পূরণের মানসিকতা প্রদান করা হয়। নেক আমল

পুস্তিকার উপর আমলকারী হয়ে অসংখ্য লোক নিজের সংশোধনের উপায় পেয়ে গেছে, আমাদেরও উচিত যে, নিয়মিত নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করা এবং প্রতিমাসে নিজের যিম্মাদারকে করা।

নেক আমল পুস্তিকার ৫৫ নম্বর নেক আমল হলো যে, আপনি কি আজ পাগড়ী শরীফ বেঁধেছেন? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাগড়ী শরীফ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় একটি সুনাত, এই নেক আমলের উপর আমল করাতে আমরা সুনাতের সাওয়াবও পাবো তাছাড়া এর পাশাপাশি আরো অসংখ্য দ্বীনি উপকারী অর্জিত হবে।

নাম রাখার আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন নাম রাখার আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজের এবং নিজেদের বাপদাদার নামে ডাকা হবে, অতএব নিজেদের উত্তম নাম রাখো। (আবু দাউদ, ৪/৩৭৪, হাদীস ৪৯৪৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: আশ্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام নামানুসারে নাম রাখো। (আবু দাউদ, ৪/৩৭৪, হাদীস ৪৯৫০) ☆ শিশুর উপনাম রাখা জায়য এবং বরকতের জন্য বুয়ুর্গদের সম্পর্কযুক্ত উপনাম রাখা উত্তম, যেমন; আবু তুরাব (এটি হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম) ইত্যাদি। (বাহারে শরীয়ত, ৩/২১৩)

ঘোষণা

নাম রাখার অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا مُلْكُ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়দিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمُقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।” (মু'জামুয যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তরীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)